রাস্ট্র /মোল্লা দ্বারা ইসলামের নামে মুসলিম জ্ঞানীঁদের হত্যা ও নিযার্তনের কথা-১

নুরুজ্জামান মানিক
ফ্রীলেন্স সাংবাদিক ,কলামিষ্ট,প্রাবন্ধিক।

ক) স্বাধিন ইচছা মতবাদের জন্য মৃত্যুদন্ডিতগণ

ইসলামের ইতিহাসে স্বাধিন ইচছা মতবাদের সাহসি প্রচারের প্রথম ব্যক্তি হচেছন ***মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি।***এই মতবাদ যখন ঘোষিত হয়, তখন ছিল উমাইয়া শাসনামলের প্রথম দিক।এই সময়টা ছিল অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক।উমাইয়াদের নেতৃত্বে দেশে তখন অত্যাচার ও নির্মম রক্তপাত চলছিল।স্বাধিনচেতা আরবগন এ অবস্থা সহ্য করতে না পেরে রাস্ট্রের নিকট নিন্মলিখিত প্রস্নগুলোর উত্তর দাবি করলেনঃ

তে।মরা কেন এই বরবরোচিত কাজ কর?

এসব কি ইসলাম বিরোধি নয়?

তে।মরা কি মুসলমান নও?

নিরপধারিরা যতই ভনিতা করুক না কেন রাস্ট্রের উত্তর ছিল : 'আমরা যা করি তার জন্য আমরা দায়ী নই।আল্লাহই সব কিছু করেন।ভালমন্দ তারই ক্ষমতা।(Source: Saeed Sheikh,Studies in Muslim Philosophy,1962,page-3)

ঐতিহাঘিকগন উল্লেখ করেন, ***মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি*** একদিন তার *সাথি ওয়াসিল ইবনে আতা* কে সাথে নিয়ে প্রখাত মুসলিম মনিষী *হাসান আল বাসরি (রাঃ)*এর নিকত আগমন করেন এবং বলেনঃ' হে আবু সাইদ ,যেসব শাসক মুসলমাানদের রক্তপাত ঘটাএবং বলে যে তাদের কৃতকর্ম আল্লাহ কর্তিক সাধিত হয় '।এতে হাসান জবাব দেন ' আল্লাহর শত্রু ,তারা মিথ্যাবাদি'। (**সুত্রঃ** মুসলিম দর্শন :চেতনা ও প্রবাহ,আবদুল হালিম,বাংলা একাডেমী ,ঢাকা,১৯৯৮,প-৫১)

এইরকম পরিস্থিতিতে ***মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি*** বলেন, মন্দ বা অসৎ কাজের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী ।এগুলো আল্লাহর উপর আরোপ করা উচিত নয় ।এইটা কদর মতবাদ নামে পরিচিত।

মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানি প্রকাশ্যে এই মতবাদ প্রচার করেন।এই কারণে উমাইয়া **খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারয়ানের (৬৮৫-৭০৫)নির্দেশে হাজ্জাজ কর্তিক তাকে হত্যা করা হয় ৬৯৯ সালে,মতান্তরে ৭০০ সালে।(সুত্রঃ** ইবনে হাজার ,তাহধিব আত-

তাহধিব,হায়দ্রাবাদ,১৩২৫-৭,ভল-১০,প-২২৫ এবং মুসলিম ধর্মতত্ব ও দর্শন,আমিনুল ইসলাম ,১৪৯৯৫,বাংলা একাদেমি ,ঢাকা,প-৮২)

মা'বাদ ইবনে খালিদ আল জুহানির পর দামেস্কের ***গায়লান ইবনে মুসলিম*** অনুরূপ মতবাদ প্রচার করেন।তিনি বলেনঃ'প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে মানুষকে সৎকাজে অনুপ্রানিত করা এবং দুস্কর্ম থেকে বিরত থাকা'।তার এই প্রচার ছিল উমাইয়া শাসকদের স্বার্থ পরিপন্থি।(**সুত্রঃ**মুসলিম দশর্ন :চেতনা ও প্রবাহ,প্রাগুক্ত,প-৫১) এই কারণে খলিফা ইবনে আবদুল আজিজের (৭১৭-৭২০ খ্রি) কাছে তাকে ধরে আনা হয়। সে জনসম্মুখে তার ভুল স্বীকার করে কিন্তু খালিফার মারা যাবার পরে সে আবার স্বাধিন ইচছা মতবাদের শিক্ষাদান শুরু করে।এর পরের **খলিফা হিশাম ইবনে আবদুল মালিক(৭২৪-৭৪৩ খ্রি) তাকে গ্রেফতার করেন,বিচার করেন এবং হত্যা করেন।** (source: Sharrastanee,Muhammad ibn'abdul kareem ash-,Al-Milal Wan-Nihal,Beirut,Darr-al-Marifah,2nd Edition,1975,Vol-1,Page 30)

এই মতবাদের অন্য একজন ব্যক্তি ছিলেন **আল জা'দ ইবনে দিরহাম।**সে শুধু এই মতবাদ শমথর্ন ই করেনি বরং গ্রীক দাশর্নিক প্লেটোর দশর্ন অনুযায়ই কোরানের আয়াতের অন্তর্ভুক্ত আল্লহার গুনাবলির বর্ননা পুনঃঅনুবাদ করার চেস্টা করেন। এই কারণে উমাইয়া গভর্নর তাকে বরখাস্ত করে তার শিক্ষকতা পেশা থেকে।(source: Ibn al Hanbal,Ahmad, Ar-Radd 'alaa al-Jahmeeyah,Riyadh,Darr al Liwaa,1st Edition,1977,Page- 41-43) ।সে তখন কুফায় পালিয়ে যায় ,যেখনে সে তার ধারণা ক্রমাগত উপাস্থাপিত করতেই থাকে এবং অনুসারি জোগার করতে থাকে।**উমাইয়া গভর্নর খালিদ ইবনে আবদুললাহ তাকে জনসম্মুখে ৭৩৬ সালে হত্যা করেন**। কিন্তু তার প্রধান সিষ্য **জহম ইবনে সাফফাওয়ান** ,তিরমিজ এবং বলখে তার গুরুর মতবাদকে প্রচার করতে থাকে। **উমাইয়া গভর্নর নাসের ইবনে সাইইয়ার তাকে ৭৪৩ সালে হত্যা করেন।**(source: Sharrastanee,Muhammad ibn'abdul kareem ash-,ibid,Page-46)

বাকিরা পরে মুতাজিলাদের সাথে মিশে যায়।

(চলবে)